যুগান্তর

তারিখ ... 09 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ২ ...

প্যানেলভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকরা রায়ের পরও নিয়োগ পাননি

আদালত অবমাননার নোটিশ প্রেরণ

যুগান্তর রিপোর্ট

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরও নিয়োগ পাননি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য প্যানেলভুক্তরা। এক মাসের মধ্যেই রিটকারীদের নিয়োগ দেয়ার নির্দেশ থাকলেও রায়ের পর প্রায় ৪ মাস পার হয়েছে। এ অবস্থায় তারা আদালত অবমাননা মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরই প্রক্রিয়া হিসেবে মঙ্গলবার প্যানেলভুক্ত ৯ জন নিয়োগপ্রত্যাশী আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠিয়েছেন।

সিরাজগঞ্জের বাগবাড়ি উপজেলার শফিকুল ইসলাম তালুকদার, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার তাছলিমা খাতুনসহ ৯ জনের পক্ষে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠিয়েছেন অ্যাডভোকেট ছিদ্দিকউল্যাহ মিয়া। রেজিস্ট্রি ডাকে এ নোটিশ পাঠানো হয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড অপারেশন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, ঝিনাইদহ ও পাবনার জেলা প্রাইমারি শিক্ষা কর্মকর্তাসহ রিট মামলার ১৫ বিবাদীকে।

অ্যাডভোকেট ছিদ্দিকউল্যাহ মিয়া যুগান্তরকে বলেন, 'সর্বোচ্চ আদালতের আদেশের পরও নিয়োগ না দেয়াটা আদালতের আদেশ অবজ্ঞার শামিল। এজন্য রিটকারীরা আমাকে আদালত অবমাননার মামলা দায়েরের জন্য বলেছেন। এ অবস্থায় অবমাননার মামলা দায়েরের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসেবে আমি মঙ্গলবার রেজিস্ট্রি ডাকে সরকারের সংশ্লিষ্টদের আদালত অবমাননার নোটিশ প্রেরণ করেছি। নোটিশ গ্রহণের ৭ দিনের মধ্যে রিটকারীদের নিয়োগের দাবি জানিয়েছি। অন্যথায় আদালত অবমাননার মামলা করা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।'

২০১০ সালের ১১ এপ্রিল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল উত্তীর্ণ ৪২ হাজার ৬১১ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়। তবে এর আগে ওই বছরের ২১ মার্চ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতর এক পরিপত্রে উপজেলাভিত্তিক নয়, ইউনিয়নভিত্তিক নিয়োগের কথা জানায়। এরপর বিভিন্ন সময় প্রায় ১৪ হাজার জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু পরে কোনো কারণ ছাড়াই প্যানেলভুক্ত অন্যদের নিয়োগ বন্ধ করে দেয়া হয়।

ফলে বঞ্চিতরা নিয়োগের দাবিতে হাইকোর্টে রিট করেন। ২০১৪ সালের ১৮ জুন একটি রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে হাইকোর্ট নওগাঁ জেলার ১০ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেন। এর বিরুদ্ধে সরকার আপিল বিভাগে আবেদন করলে তাও ৭ মে খারিজ হয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে সরকার কোনো রিভিউ দায়ের করেনি। ফলে উচ্চ আদালতের আদেশ অনুযায়ী ওই ১০ জনকে নিয়োগ দিতে সরকার বাধ্য। এদিকে গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর হাইকোর্ট পৃথক তিনটি রিটের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে ২৬৮ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেন। এসব রায়ে এক মাসের মধ্যে রিটকারীদের নিয়োগের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু রায়ের পর দীর্ঘদিন পার হলেও সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এ অবস্থায় রিটকারী তাছলিমা খাতুন, শফিকুল ইসলামসহ ৯ জন সরকারকে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠিয়েছেন।